TRANSPARENCY INTERNATIONAL BANGLADESH
Social movement against corruption

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

'বিটিসিএলকে কোম্পানী হিসেবে কার্যকর করার দাবি'

টিআইবি আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা

ঢাকা, ২৩ মার্চ ২০১০ বিটিটিবি থেকে বিটিসিএল এ রূপান্তরিত হলেও এখনও সেবার মান সন্তোষজনক নয়। আগের মতো এখনও নানা অনিয়ম আর দুর্নীতির কারণে হয়রানির শিকার হচ্ছেন গ্রাহকগণ। বিটিসিএলকে এসব অনিয়ম ও দুর্নীতিমুক্ত করে কোম্পানী হিসেবে কার্যকর করতে হবে। রাজধানীর তোপখানা রোডস্থ সিরডাপ মিলনায়তনে টিআইবি আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় আজ এ দাবি জানান আলোচকগণ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় সংসদের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এম. রফিকুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস. এম. খাবীরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম. হাফিজউদ্দিন খান এর সভাপতিত্বে এবং টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান এর সঞ্চালনায় এ অনুষ্ঠানে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন প্রতিষ্ঠানের রিসার্চ ফেলো দিপু রায়।

গবেষণায় দেখা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি বিটিসিএল এ বিরাজ করছে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি। যদিও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জিডিপিতে এ খাতের অবদান ৮,৪৮৫ কোটি টাকা এবং একই অর্থবছরে বিটিটিবি'র রাজস্ব আদায় হয় ১,৫৬৫ কোটি টাকা তবুও এর সেবার মান নিয়ে জনমনে রয়েছে অসন্তুষ্টি। গবেষণায় আরো দেখা যায় সংযোগ, বিল প্রদান, টেলিফোন স্থানান্তর ও অন্যান্য সেবা নেওয়ার জন্য ঘুষ একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংযোগ পেতে ৬৬% গ্রাহককে গড়ে প্রায় ৬,০০০ টাকা, বিল নিয়ে সমস্যা সমাধানে গ্রাহকদের ন্যূনতম ৫০ থেকে সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা, সংযোগ স্থানান্তরকারীদের মধ্যে ৭১% গ্রাহককে গড়ে ২,০৫০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। সেই সাথে রাজনৈতিক বিবেচনায় পদায়ন, বদলি ও পদোন্নতি, জবাবদিহিতায় ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম, পরিবহন শাখায়, প্রকল্পে, নিরীক্ষায় এবং সিবিএ নেতাদের দুর্নীতি, ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ, অবৈধ শ্রমিক নিয়োগ ও বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় ইত্যাদি অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান। এছাড়া রয়েছে বোর্ডের ওপর মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা, চেয়ারম্যানের স্বল্প মেয়াদ, প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব, পুরোনো যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও রাজস্ব বকেয়া, কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের অনুপস্থিতি, প্রচারণার অভাব ও নাগরিক সনদের সীমাবদ্ধতা, তার কাটা ও তার চুরি, অবৈধ ভিওআইপি ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা।

এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য টিআইবি বেশকিছু সুপারিশ প্রদান করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো- টেলিযোগাযোগ, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা ও প্রশাসনে সফল বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে বিটিসিএল এর পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএলকে কার্যকর করতে পরিচালনা পর্ষদে মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ না থাকা। আয়-ব্যয়ের ক্ষমতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা পর্ষদের হাতে থাকা, বিটিসিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, পদমর্যাদা এবং কমপক্ষে দুই বছর মেয়াদকাল নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করা, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতির ক্ষেত্রে মেধা, অভিজ্ঞতা ও পারফরম্যান্স-ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন ও প্রভাবমুক্ত থেকে তা কার্যকর করা, বিটিটিবি'র সম্পত্তির প্রকৃত পরিমাণ সুষ্ঠুভাবে পুনর্মূল্যায়ন করে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা, নিয়মানুযায়ী তিনটির বেশি ট্রেড ইউনিয়ন যেন না থাকে সেজন্য শ্রম মন্ত্রণালয় এর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ। রাজনৈতিক দলের নামে যাতে ট্রেড ইউনিয়নগুলো অনুমোদন না পায় সেজন্য নির্বাচন কমিশনের সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন বিটিটিবি'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান এন. এইচ. চৌধুরী, বিটিসিএল বোর্ড এর সদস্য ড. আবু সাইদ খান, মো. রফিকুল মতিন, বিটিটিবি'র প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক মো. ফজলুর রহমান, বুয়েটের অধ্যাপক সাইফুল ইসলামসহ বিটিটিবি'র শ্রমিক ইউনিয়ন, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ, মিডিয়া এবং বিভিন্ন শ্রেনী পেশার প্রতিনিধিবৃন্দ।

গণমাধ্যম যোগাযোগ
এস. এম. রিজওয়ান - উল - আলম
পরিচালক - আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন
মোবাইল: ০১৭১৩ ০৬৫০১২
rezwan@ti-bangladesh.org